SEMESTER-5
PAPER:CC-12
MODULE-1
পাঠ প্রণেতা: ড. অনুরাধা গোস্বামী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের: মুক্তধারা নাটক

ঠাকুরবাড়ির অঙ্গনে রবীন্দ্রনাথ যখন বেড়ে উঠছিলেন সেই সময় শখের যাত্রার পাশাপাশি ব্যবসায়িক নাট্যাভিনয়ের দল ধীরে ধীরে গড়ে উঠছিল। শৈশবে গণ্ডি দেওয়া জীবনে বড়দের যাত্রার আয়োজন তাঁকে আকর্ষণ করতো। কিন্তু উপায় ছিল না সেখানে যাওয়ার। সেই অবদমিত কৌতূহল মেটাতে সাহায্য করেছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। নিজের ১২ বছরের ছোট ভাইকে দিয়ে কখনো অলীক বাবুর ভূমিকায় অভিনয় করাতেন কখনো নাটকের ভালো মন্দ বিচারে মগ্ন হতেন। ঠাকুরবাড়ির এই নাট্যচর্চার মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ অর্জন করেছিলেন বাংলা নাটকের ভবিতব্য।

মাত্র কুড়ি বছরের মধ্যেই বাল্মিকী প্রতিভা রচনার মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথের নাট্য রচনা শুরু হয়। এরপর গীতিনাট্য, কাব্যনাট্য, রোমান্টিক ট্রাজেডি নাটক, সামাজিক নাটক, কৌতুকপ্রধান নাটক সাংকেতিক নাটক প্রভৃতি লিখেছেন।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর নাট্য জীবনের শেষ পর্বে লেখেন রূপক ও সাংকেতিক নাটক। এর মধ্যে মুক্তধারা, রক্তকরবী ,রাজা প্রভৃতির নাম করা যেতে পারে।

মুক্তধারা দৃশ্য বিভাগ হীন নাটক ।এখানে একটাই দৃশ্য সে হলো পথ। সে পথ সংকেতবাহী সেই পথ দিয়ে চলেছে রাজা মন্ত্রী থেকে শুরু করে সমাজের সকলে।

যন্ত্ররাজ বিভূতির সহায়তায় উত্তরকুটের রাজা রনজিত তার অধিকৃত শিবতরাই অঞ্চলের বিদ্রোহী প্রজাদের জব্দ করার জন্য মুক্তধারার ঝর্ণাকে বাঁধ দিয়ে বেঁধেছিলেন।। আর যুবরাজ অভিজিৎ নিজের প্রাণের বিনিময়ে মুক্তধারাকে যান্ত্রিকতা থেকে মুক্ত করেছিলেন। বস্তুতপক্ষে মানব কল্যাণের পথ দেখানোই রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্য ছিল। যন্ত্র সভ্যতা কিভাবে মানুষকে গ্রাস করে এবং তা থেকে মনুষ্যত্বকে কিভাবে উদ্ধার করা যায় তাই দেখানো হয়েছে মুক্ত ধারায়। মানুষ যন্ত্রের দাস হবে না,যন্ত্রই মানুষের দাস হবে এই মর্ম কথাই তিনি নাটকে শোনাতে চেয়েছেন।

এই নাটকটির নাম প্রথমে তিনি দিয়েছিলেন পথ কিন্তু তারপর পথ মুক্তি ,পথ মোচন বিভিন্ন নামকরণ করার পর শেষে তিনি নাম দিয়েছিলেন মুক্তধারা। এখন এই পথ না মুক্তধারা কোন নামটি স্বার্থক সেটা একটু আলোচনা করে দেখা যাক।

এই নাটকটির নামকরণ প্রথমে করা হয়েছিল পথ তবে এটা বলা চলবে না যে তার এই পথ নামকরণটা নাটকের পক্ষে অনুপযুক্ত ছিল। কারণ এই নাটকের সমস্ত ঘটনাই ঘটেছে পথের উপর এবং নাটকের অধিকাংশ স্থানে পথের কথা ব্যক্ত।

প্রথমে পথ নামকরণের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ পথের অন্তহীন ব্যঞ্জনাকে প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন। আসলে পথের প্রতি রবীন্দ্রনাথের বরাবরের একটা আকর্ষণ ছিল ,।কারণ তিনি যে পথিক প্রাণ। বাসার মধ্যে আছে জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় তাগিদ আর আছে সীমাবদ্ধতা। পথ মানুষকে সুদুরের পিপাসায় আগিয়ে নিয়ে যায় ।পথ মানুষের সচলতার নিদর্শন। এই পথ চলার আদি নেই অন্ত নেই, বিরাম বিশ্রাম কিছুই নেই। পথ মানব জীবনকে সীমার জগত থেকে অসীমের ইঙ্গিত দান করে। মুক্তধারা নাটকের বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করলেই এই নাটকের পূর্ব নাম পথ রাখার এক বিশেষ তাৎপর্য চোখে পড়ে।

এই নাটকের রাজা আছেন এবং তার রাজপ্রাসাদ আছে কিন্তু সমস্ত ঘটনাটা ঘটেছে পথের মাঝখানে। ঘটনাক্ষেত্র ভৈরব মন্দিরে যাওয়ার সময় রাজা পথের মধ্যে শিবিরে বিশ্রাম রত। রাজা থেকে শুরু করে নাটকের সকলেই এই পথের সহযাত্রী। এই নাটকের সকলেই পথের গোলকধাঁধাঁয় হতচকিত । এই পথের পথিক বিভূতি। যন্ত্র সভ্যতার রথে চড়ে সে পথে বের হয়েছে ।অপর পথের পথিক অভিজিৎ, ধনঞ্জয় বৈরাগী ।।তারা কল্যাণের পথ আবিষ্কার করবে ।এই দুই পথের সংঘর্ষ নাটকটির সংঘাতের মূলে। ধনঞ্জয় বৈরাগী পথে নেমেছেন মানুষের সঙ্গে মেলবার উদ্দেশ্যে ।পথে পথে গান গেয়ে ফিরেছেন বদ্ধ মানুষের মনে মুক্তির হাওয়া লাগাবার জন্য। সকল অপমান আঘাত সহ্য করবার প্রেরণা জোগাচ্ছেন তিনি।

অন্যদিকে রাজা রনজিত তার সাম্রাজ্যবাদী তৃষ্ণা নিয়ে শিবতরাই এর মানুষদের পথ রোধ করতে চেয়েছেন এবং অভিজিৎ চেয়েছেন সেই পথ খুলে দিতে।

নাটকের নায়ক এই অভিজিৎ জন্মযাত্রী। পথের দেবতা ললাটে জয়টিকা পরিয়ে অমৃত মন্ত্র দিয়েছেন কানে। পথের ধারেই তার জন্ম এবং পথের ধারেই তার মৃত্যু ।তিনি সর্বদা রুদ্ধপথের দৃশ্য দেখতে পেতেন । যেসব পথ এখনো কাটা হয়নি ওই দুর্গম পাহাড়ের উপর দিয়ে সেই ভাবি কালের পথ তিনি দেখতে পেতেন সে পথ দূরকে নিকট করবার পথ। সুতরাং পথের বন্ধন ভেঙে যে জীবনের প্রার্থিতকে বরণ করে নিতে হয় এটারই ব্যঞ্জনা আছে এই নাটকে।

আর যারা যন্ত্ররাজের বিজয় উৎসবে মত্ত তারা পথ দিয়ে এগিয়ে চলেছে ভৈরব মন্দিরের দিকে। অতএব পথ নামটি নাটকের পক্ষে মোটেই ব্যর্থ নামকরণ নয় ।কারণ নাটকে বারবার পথের দৃশ্যই আমরা দেখি।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের এই নামটি মনঃপুত ছিল না তাই পরবর্তীকালের নামকরণ করেন মুক্তধারা। অবশ্য এই মুক্তধারা নামটি আগের থেকে আরও বেশি আকর্ষণীয় আরো বেশি সঙ্গত। কারণ নাটকটির বিষয়বস্তু মুক্তধারার বাঁধ ভেঙে শিবতরাইয়ের লোকেদের উদ্ধার করা। প্রথমে নাটকের সকলেই পথকে অবলম্বন করলেও পথ চলাটাই নাটকের একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। রবীন্দ্রনাথ এখানে যা বলতে চেয়েছেন তা হলো এই যে প্রাণের অবিরাম এবং বিবিধ গতির কথা। পথ বললে পথের তত্ত্বটি বড় হয়ে ওঠে কিন্তু মুক্তধারার মধ্যে ধারার মুক্তি বড় হয়ে ওঠে। মুক্তধারার অর্থ জীবনের সেই স্বচ্ছন্দ প্রবাহ যেপ্রবাহের মুখে বাঁধ দিয়েছে যন্ত্ররাজ বিভূতি লৌহযন্ত্রের দ্বারা। মানুষের সচল জীবনধারায় বাধার সৃষ্টি করেছে রাজশাসন যন্ত্র শক্তির সাহায্যে। এই যন্ত্র শক্তির বলে বলিয়ান হয়ে তারা বিজিত জাতিকে দমন করছে। ভৈরব যে জল মানুষের জন্য দিয়েছেন উত্তর কুটেরা নিজেদের দেশের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তাকে বেঁধেছে। এই যন্ত্র সভ্যতায় পীড়িত হচ্ছে মানুষের অন্তর আত্মা, তার মনুষ্যত্ব। অভিজিৎ সেই নিপীড়িত অন্তরাত্মার প্রতীক। যাকে রাজা ঝর্ণা তলা থেকে কুড়িয়ে পেয়েছিলেন। এই অভিজিৎ আজীবন পথকেই আশ্রয় করে নিয়েছে। ঝরনা তলায় শুয়ে তিনি বলতেন:

" এই জলের শব্দে আমি আমার মাতৃভাষা শুনতে পাই। আমি পৃথিবীতে এসেছি পথ কাটবার জন্য এই খবর আমার কাছে এসে পৌঁছেছে"।

তার এই বক্তব্যের মধ্যে ভবিষ্যতে তিনি যে মুক্তধারার বাঁধ ভেঙে দেবেন এটার ইঙ্গিত স্পষ্ট।

মানুষকে সর্ববন্ধন থেকে মুক্ত করাই অভিজিতের সাধনা। মুক্তধারার বাঁধই যান্ত্রিকতার চরম রূপ। তাই অভিজিৎ তার প্রাণ দিয়ে যন্ত্রকে আঘাত করেছেন এবং সেই আঘাতে ভেঙে পড়েছে বাঁধ। জীবনের রুদ্ধধারা পুনরায় মুক্তধারায় পরিণত হয়েছে। যে অন্নে মানুষের ন্যায় অধিকার শাসন যন্ত্রের চাপে বন্ধ হয়েছিল ,জীবনের স্বাভাবিক প্রকাশ বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিল, অভিজিৎ সেই অন্ন চলাচলের পথ খুলে দিয়েছেন। চিরদিন শিবতরাইয়ের অন্নজীবী হয়ে থাকবার দুর্গতি থেকে মুক্তি দিয়েছেন। তাই বলে এইটুকুই নয়, অনাগত ভবিষ্যতে মানুষ যত বন্ধনে বাঁধা পড়বে সমস্ত বন্ধন ই তিনি এইভাবে কাটবেন ।এটাই তাঁর ব্রত।

সুতরাং বোঝা যায় যে প্রাণের সেই মৃত্যুঞ্জয় মহিমা, সেই সর্ব বিঘ্ন বিনাশী অদম্য প্রবাহের কথাই রবীন্দ্রনাথ এই মুক্তধারা নাটকে বলতে চেয়েছেন। বাস্তব বিশ্বের দিকে তাকিয়ে তিনি দেখেছেন সভ্যতার সমস্ত অগ্রগতি সত্ত্বেও প্রাণের উৎপীড়ন চলেছে নিদারুণভাবে। কিন্তু সেই পীড়ন যে দীর্ঘকাল চলতে পারে না, এটাই নাট্যকারের বলবার কথা মুক্তধারায়।

এই নশ্বর পৃথিবীতে একমাত্র শাশ্বত সত্য গতি। এই গতিই জীবনের স্বরূপ। যেখানে এই গতি ব্যাহত হয় সেখানে জীবন হয় বিকৃত। এ বিকৃতির মধ্যে প্রাণের সচ্ছন্দ ধারাকে খুঁজে পেয়েছেন রবীন্দ্রনাথ এই মুক্তধারা নাটকে।এদিক থেকে মুক্তধারা নামকরণ পথ নামকরণ অপেক্ষা অনেক ব্যঞ্জনাধর্মী অনেক তাৎপর্যপূর্ণ এবং সৌন্দর্যের প্রতীক বলা চলে । অতএব বলাযায় নাটকের মুক্তধারা নামকরণ নাটকটির ভাব ব্যঞ্জনাকে অনেক বেশি সার্থকভাবে বহন করতে পেরেছে।

সহায়ক গ্রন্থ:

১। রবীন্দ্রনাট্য সমীক্ষা : রূপক-সাংকেতিক — দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায়
২। কালের মাত্রা ও রবীন্দ্রনাটক — শঙ্খ ঘোষ
৩। রবীন্দ্রসাহিত্যের নরনারী (৩য় খণ্ড) – গোপীমোহন সিংহ রায়